দার্শনিক কবি

আল্লামা ইকবাল

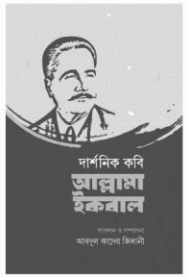

সংকলন ও সম্পাদনা
আবদুল কাদের জিলানী

Academia Publishing House Ltd.

Academia Publishing House Ltd.

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল

সংকলন ও সম্পাদনা
আবদুল কাদের জিলানী

গ্রন্থস্বত্ব ©
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রজব ১৪৪৫

Contacts
Concord Emporium Shopping Complex

ISBN
978-984-35-6113-8

উৎসর্গ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ

সিনাই পাহাড় জ্ব'লে জ্ব'লে হ'ল খাক
মোর অনাগত নতুন মুসার তরে,
নার্গিসে তার বেদনার জ্বালা ঢেলে
চলে মুসাফির ব্যথাতুর অন্তরে
ওতানিয়াতের চার পাথরের কাটায়ে ক্ষুদ্র সীমা
দেখে সুবিশাল মখলুকাতের বিমুক্ত মাধুরিমা,
কাফেলার পথ মুখরিত আজ শোনে সে বাঙ্গে – দেরা,
ঘুমন্ত নিশি শেষে বেদুইন আবার ছেড়েছে ডেরা
নতুন আশায় মন তার ছোটে যেন বালে জিবরিল
আসরারে খুদী, রমুজে বেখুদী মাতাল ক'রেছে দিল।

– ফররুখ আহমদ

Foreword

Muhammad Iqbal: Poet, Philosopher and Visionary

I do not remember when I came to know about Iqbal but Iqbal's poetry and songs impressed me from my childhood. Iqbal wrote in Farsi and Urdu, and I was not familiar with any of these two languages in my childhood. However, I became familiar with Iqbal's ideas through my family environment and the educational curriculum – a curriculum that taught me why our parents and grandparents fought for Pakistan. I started going to school in the mid-1950s, and as I was growing up, I noticed certain tension about Iqbal's poetry and other ideas, as if he was somewhat communal in his approach. This question used to bother me a lot during my teen years. Was Iqbal communal? A communalist in the context of the Indian sub-continent would mean dividing the Indian community as opposed to united India. Therefore, in my teens, I grew up with this complex, whether or not Iqbal was communal.

In my late teens, I noticed a huge controversy about the status of Bengali and Urdu languages, although English remained the dominant language at official and higher educational levels. During this controversy, Iqbal's ideas took backstage from public discourse. I discovered Iqbal only when I moved to university for my higher education. While studying history, I discovered how divisive the idea of nationalism was! The idea of nationalism emerged in nineteenth-century Europe in response to totalitarian monarchs who, with the support of their churches, imposed heavy-handed rules over their population. Iqbal witnessed the growth of totalitarian nationalism when he was receiving his university education. He sang, "*Muslim hai ham, watan hai sara jahan hamara*", meaning "I am a Muslim, and the whole world is my homeland." This was a very interesting idea.

This was an interesting idea because Muslims all over the world at the time of Iqbal were engaged in their struggle for freedom against European imperialism. In India too, Muslims were fighting against British colonial rule. Many Muslim leaders were arguing, "Love for one's homeland is part of one's faith." At a later stage of his life, in response to Indian nationalism, Iqbal came up with the idea of separate Muslim states for Muslims in India. Are not these ideas contradictory? Where does one place one's loyalty? How does one reconcile ideas of the whole world being one's homeland, India as one's homeland and a separate state within India as one's homeland? To complicate the issue, Pakistanis believe that Iqbal was the founder of their nation, and the Indian armed

forces use one of Iqbal's songs praising India as the motherland. Many hold the view that his perception of him being a Muslim and the whole world as his homeland makes him a pan-Islamist. So, how does one comprehend Iqbal?

Iqbal becomes crystal clear when one views Iqbal as a human. This human being is weak in terms of his limited power but emotionally powerful to understand human sufferings and yet his failure to develop the ability to care for others. He communicates with God as the creator of the universe and complains about his weaknesses and inability for not being able to perform to his own satisfaction. He draws his inspiration from Prophet Muhammad (peace be upon him) and justifies to God why he admires and loves the prophet more than God Himself. He says, "O God, You are the most powerful and Knower of everything but Muhammad, a human-like me but so noble in his character. So let me love him more than you."

Iqbal studied Western philosophy and comprehended Western dilemmas as expressed by the German philosopher Nietzsche. With all his appreciation of Western achievements in science and technology, Iqbal strongly believed that the Qur'anic guidance was the solution to the Western dilemma. Overreacting against religions, the West went into bankruptcy. As a student of comparative civilization, I admire Iqbal's recommendation for a civilizational crisis today. The Qur'an has the potential to guide all human beings at all times to encounter the challenges of modern times and create the purpose of life in every mind to the satisfaction of their soul. In the context of his time, Iqbal believed that a Muslim-majority nation would be able to enhance that process by formulating its law and constitution and ensure a state of affairs that would provide the ground not only for its own population but would serve as a model for the rest of the world.

As a student of history, I feel that it is our responsibility to examine why Pakistan has failed to fulfill Iqbal's vision. What went wrong? The two states, Bangladesh and Pakistan that came into existence based on Iqbal's vision are grounds for conducting that research. It is in this context that I appreciate Abdul Kader Zilani's effort to introduce Iqbal to the Bengali-speaking audience.

Abdullah al-Ahsan

Former professor of Political Science and International Relations at Istanbul Sehir University and Department of History and Civilization at the International Islamic University Malaysia.

প্রসঙ্গ কথা

ইকবালের প্রধান পরিচয় কবি নাকি দার্শনিক? তবে ছোটবেলা থেকে ইকবাল হালি, দাগ, গালিব ও হাফিজের কাব্যজগতে মশগুল থাকতেন। কিন্তু যুবক বয়সে ইকবালের কাব্য সাধনায় গুরু হয়ে ওঠেন কোনিয়ার মওলানা জালালুদ্দীন রুমী। আসরারে খুদীর প্রথম স্তবকে নিজেকে তুলনা করেন উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের সাথে, যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড অর্থাৎ মওলানা রুমীর থেকেই উৎক্ষিপ্ত হয়। পারস্যের অধিবিদ্যা *(The Development of Metaphysics in Persia)* গ্রন্থেও ইকবাল রুমীর কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন। এরপর *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) বক্তৃতাগুলোতেও রুমীর কবিতা ও চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে। ইকবাল রুমীর কবিতার মধ্যে ইসলামি ঐতিহ্য ও উজ্জীবনী শক্তি পেয়েছিলেন তাই তো 'জাভিদ নামার' পরিধি বিস্তারেও রুমী ছিলেন ইকবালের ভ্রমণসঙ্গী। ইকবালের কাব্যজগৎ ও চিন্তাধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সেখানে খুদীর ধারণা দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইকবাল ব্যক্তিত্বের জাগরণ বা খুদীর উত্থান উপায়কে, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মানুসন্ধান, আত্মবোধ ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে জানার উৎস মনে করতেন। প্রথমত এটিকে বিপ্লবী চিন্তা বলে মনে হবে, কিন্তু একটু মনোযোগের সাথে পাঠ করলে দেখবেন ইকবাল খুদী চিন্তাকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই কাব্য রচনা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন খুদী চিন্তা ব্যক্তিত্ব গঠনে যেমন শক্তিশালী ভূমিকা রাখে তেমনি সমাজ জীবনে একটি স্থিতিশীল সমাজ তৈরিতেও সাহায্য করে। তাই তিনি এই সমাজতাত্ত্বিক আইডিয়াকে দার্শনিক উপায়ে মানুষের জীবন ও চিন্তাধারার উপযোগী করে ব্যাখ্যা করেন।

ইকবাল এভাবেই মুসলিমদের চিন্তার জগৎ আলোড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অলস ও ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। W C Smith (১৯১৬–২০০০) তাঁর *Modern Islam in India* গ্রন্থে বলেন : 'Muhammad Iqbal summoned the sleeping Muslims to awake.'

ইকবাল ভাগ্য ও প্রকৃতির ওপর অসাহায়ত্ব বরণ করা মুসলিমদের কর্মমুখর হয়ে উঠতে বলেন। মূসা কলীমের যষ্টির আঘাতে তাদের টেনে তোলেন, মনে করিয়ে দেন মুসলিমের ইতিহাস-ঐতিহ্য। ইকবালের সমগ্র চিন্তা জুড়ে ছিল মুসলিমদের

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মোপলব্ধির চেষ্টা। ইকবালের চিন্তা ও জীবনদর্শন নিয়ে বলতে গেলে প্রথমই আসে খুদীতত্ত্ব। ইকবালের *আসরারে খুদী* প্রকাশের পাঁচ বছর পর রেনল্ড নিকলসন (১৮৬৮–১৯৪৫) *Secrets of the Self* নামে ইংরেজিতে খুদী অনুবাদ করেন। ইকবাল একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য অপরিহার্য বাণী নিয়ে হাজির হন। ইকবালকে নিয়ে রেনল্ড নিকলসনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'Iqbal has come amongst us as a Messiah and has stirred the dead with life.'

ইকবাল ভারতীয় মুসলিম সমাজকে ইসলামি পরিচয়, ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও মানবিক সত্তা পুনরুদ্ধারের তাগিদ দেন। ইকবাল মানুষের ভেতরের হতাশা ও কর্মহীনতাকে জাগিয়ে উদ্দমী, আশাবাদী ও কর্মমুখর করতে চেয়েছেন। ভিক্ষাবৃত্তি ধীরে ধীরে সত্তাকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু এই সত্তা কীভাবে দীক্ষা লাভ করবে সে পথও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। মানবসত্তার ধর্মীয় বা নৈতিক আদর্শ আত্ম-অস্বীকারে নয় বরং মানবসত্তা পূর্ণতা লাভ করে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু এই খুদী তখনো পূর্ণতা লাভে সক্ষম নয়। ইকবাল বলেছেন– আল্লাহ থেকে মানবসত্তার দূরত্ব যত বেশি, সত্তা তার তত অপূর্ণ। আল্লাহর নৈকট্য যে আত্মা লাভ করে সে হয় পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ইকবাল *আসরারে খুদীতে* তিনটি স্তরের কথা বলেছেন যার দরুণ মানবসত্তা পূর্ণতার গতিপথ অতিক্রম করতে পারে। প্রথমটি আইন ও নিয়মের অনুবর্তিতা, দ্বিতীয়টি আত্মশাসন-আত্মচেতনার উচ্চতম রূপ এবং তৃতীয়টি খলিফা বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব।

শুধুমাত্র খুদীতত্ত্ব নয়, ইকবালের প্রায় সব সৃষ্টিতেই আহ্বান ছিল নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে জাগরণের, কর্মহীনতার বিরুদ্ধে কর্মমুখরতার। শুধুমাত্র ভারতবাসীদের কাছে নয়, ইকবালের খুদীতত্ত্ব ইউরোপীয় চিন্তা ও মনীষীদের কাছেও পরিচিতি লাভ করেছিল। ইকবালের সাথে অধ্যাপক নিকলসনের খুদীতত্ত্ব নিয়ে আলাপ হয়। ইকবাল নিকলসনকে এক চিঠিতে খুদীতত্ত্ব নিয়ে লিখেন : 'ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর রাজত্বের অর্থ হলো যতখানি সম্ভব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমবায়ে গঠিত গণতন্ত্র। আসরারের প্রধান বিষয়বস্তু হলো খুদী' অর্থাৎ অহং বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ। মানুষের ধর্মীয় আদর্শ আত্ম-অস্বীকৃতিতে নয়, বরং আত্মপ্রতিষ্ঠায়, মানুষ এ আদর্শে উপনীত হয় অধিক থেকে অধিকতর বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে।'

ইকবাল যে মর্দে মুমিনের কথা বলেছেন, সেই মুমিন হবেন আত্মবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং কর্মশক্তির অধিকারী। ব্যক্তি গঠনের পর ইকবাল স্বপ্ন দেখেন সংঘের। ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের শক্তিতেই গড়ে ওঠে সংঘ। অধ্যাপক আর্থার জে আরবারি ইকবালের খুদী ও বেখুদী নিয়ে বলেন–

'ইকবাল শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়েই চিন্তা করেননি, সাথে সাথে একটি আদর্শ সমাজ (Society)– তার কথায় আদর্শ সম্প্রদায় (Community) উদ্ভবের কথাও বলেছেন। এহেন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবেই দ্বন্দ্ব এবং আপোষমূলক দ্বৈত নীতির সহায়তায় মানুষ পরিপূর্ণভাবে এবং আদর্শিকভাবে নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে। অপরপক্ষে, এরকম আত্মপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাহার রূপেই প্রকৃত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে পারে এবং তা আদর্শ সম্প্রদায় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ইকবাল একদিকে যেমন ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করে এবং ব্যক্তিকে একটি সুসামঞ্জস্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে অতি উদারপন্থীদের দল থেকে আলাদা রয়েছেন, অন্যদিকে তেমনিই ব্যক্তির ওপর সম্প্রদায়ের অধিকারের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করে এবং সম্প্রদায়কে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসের ক্ষেত্রে উপলক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে, আর ব্যক্তির জন্যে সে পথের বাধা-বিপত্তি-উল্লঙ্ঘন সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে সমাজ-সর্বস্বতার খপ্পর থেকেও নিজেকে মুক্ত রেখেছেন।'

রেনল্ড নিকলসন ইকবালকে খুদীতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ জানান। ইকবাল সেই অনুরোধ রেখে খুদী মতবাদ সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রেনল্ড নিকলসন *Secrets of the Self* নামে *আসরারে খুদীর* যে অনুবাদ করেন তার প্রারম্ভে ইকবালের খুদীতত্ত্বের সেই বর্ণনা তুলে ধরেছেন। যদিও এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, তবুও ইকবালের কাছ থেকে খুদীতত্ত্ব নিয়ে এটিই একমাত্র বয়ান।

'The moral and religious ideal of man is not self-negation but self-affirmation, and he attains to this ideal by becoming more and more individual, more and more unique. The Prophet said, *Takhallaqu bi-akhlaq Allah*, create in yourselves the attributes of God. Thus man becomes unique by becoming more and more like the most unique Individual. What then is life? It is individual: its highest form, so far, is the Ego (Khudi) in which the individual becomes a self-contained exclusive centre. Physically as well as spiritually man is a self-contained centre, but he is not yet a complete individual.'

অর্থাৎ– মানবের নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ আত্ম-অস্বীকারে নয়, বরং আত্মবিশ্বাসে এবং সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায় অধিকতর স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। মহামানুষ হজরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, 'তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ'– আল্লাহর গুণরাজিতে সমৃদ্ধ হও। এমনি করে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে ক্রমশ পূর্ণতম স্বতন্ত্র সত্তার গুণ অর্জন করে। তাহলে জীবন কী? জীবন হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তা। এর উচ্চতম স্তর হচ্ছে খুদী বা

অহম– জ্ঞান, যাতে সেই স্বতন্ত্র সত্তা উপনীত হয় আত্মসমাহিত সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে; কিন্তু তখনো সে পরিপূর্ণ সত্তা নয়।

মানবসত্তার ব্যক্তিত্ব যতদিন কর্মে সজীব থাকে ততদিন সত্তা সংরক্ষিত থাকে। জীবনের ধর্মই হলো সম্মুখে এগিয়ে চলা। আর খুদী এখানেই শক্তিমানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে স্বাধীনতা অর্জন করে। সকল পরাধীনতা থেকে বিমুক্ত হয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। অর্থাৎ জীবন হলো একটি কর্মমুখর আকাঙ্ক্ষা যেখানে উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা অর্জন। ইকবাল দেশে বসেই থমাস আর্নল্ডের (১৮৬৪–১৯৩০) দ্বারা প্রভাবিত হন। *'The Development of Metaphysics in Persia'* (প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান) গবেষণাকর্মটি তৈরিতে থমাস আর্নল্ডের অনুপ্রেরণাও ছিল যথেষ্ট।

ইউরোপ থাকা কালে ইকবালের সাথে আরো দুজন ব্যক্তি– ম্যাকটাগার্ট ও জেমস ওয়ার্ডের পরিচয় ঘটে। পারস্যের অধিবিদ্যা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে ম্যাকটাগার্টের সাথে। কিন্তু ইকবাল যে কাজটি করেছেন তা হলো ইউরোপীয় মোহ থেকে মুক্ত থেকেছেন। বার্গসঁ, দান্তে, নিটশে, গ্যেটে, ব্রাডলি প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের কারো চিন্তা দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হননি। অনেকেই বলে থাকেন ইকবালের ইনসানে কামেল মূলত নিটশের অতিমানব থেকে উদ্ভূত। কিন্তু আপনি যদি ইকবাল ও নিটশের দর্শন আলাদা করে পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন, ইকবাল খুদীতত্ত্বে যে জীবনদর্শনের জয়গান গেয়েছেন তা মূলত কুরআনের অনুপ্রেরণা। তাই ফ্রেডারিখ নিটশের অতিমানবের সাথে ইকবালের ইনসানে কামেলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। নিটশে অবিশ্বাসী, ইকবাল আল্লাহতে বিশ্বাসী। নিটশের কাছে খোদা মৃত, তাই তিনি অভিজাত শ্রেণিকে খোদার জায়গা পূর্ণ করতে বলেন। কিন্তু ইকবালের খুদী সাধারণ মানুষের জন্য। পরম জ্ঞান লাভ করার জন্য ইকবাল তিনটি স্তরের কথা বলেছেন, তেমনি নিটশেও তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। ইকবাল নিয়মের শাসন, আত্মশাসন এবং খোদার প্রতিনিধিত্বের কথা বলেন, যেখানে নিটশে রূপকভাবে উট, সিংহ এবং শিশু স্তরের কথা বলেন। কিন্তু এখানে দু'জনের চিন্তা ও উদ্দেশ্য পৃথকভাবে তাদের স্ব স্ব দর্শন তৈরিতে এগিয়ে গেছে। ইকবাল নিকলসনের কাছে ১৯২১ সালের ২৪ জানুয়ারি একটি চিঠিতে নিটশের সাথে তাঁর চিন্তাধারার দূরত্বের কথা বলেন, 'Nietzsche's superman is a biological product. The Islamic perfect man is the product of moral and spiritual forces.'

ইকবালের খুদীতত্ত্বে ইনসানে কামেল হয়ে উঠতে পাশবিক, নির্মম ও শরীরীয় শক্তি জরুরি নয়; দরকার আত্মিক উন্নতি, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস। ইকবাল

ইসলামের ঐতিহ্য থেকে তাঁর খুদীতত্ত্বের ধারণা লাভ করেছেন। সেই সাথে বার্গসঁ, নিটশে, গ্যেটে ও দান্তে প্রমুখ দার্শনিকদের দর্শন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

ইকবাল-দর্শনের মিনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশেল। ইকবালের ধারণা মুমিনের আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার সম্ভব কেবল বাস্তব জীবনের সাথে কুরআনের সমন্বয় সাধন করে। কর্মহীন তকদিরের অপেক্ষায় যে মুসলমান অপেক্ষমান, ইকবাল তাকে কর্মমুখর করে গড়ে তোলেন। শুধু ভারতীয় মুসলমান নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য আনলেন জাগরণের বাণী।

ইকবালের প্রতি বাঙালি তরুণ মুসলিম যুবকদের প্রাণের উচ্ছ্বাস সে কেবল কাব্যের মুনশিয়ানার জন্য নয়। বাঙালি মুসলিম যুবকেরা ইকবাল-দর্শনে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত প্রেরণা পেয়েছিল। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রবন্ধগুলো সরল অনুবাদে প্রাণ পেয়েছে তাদের মধ্যে যাদের কথা না বললেই নয়– আবদুর রহমান রনী, আতিকুর রহমান মুজাহিদ, কাজী একরাম, লুৎফর রহমান ভুঁইয়া, মোনায়েম বিন মুজিব, খালিদ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মওলবি আশরাফ ও ওমর ফারুক বিশ্বাস। বিভিন্নভাবে যাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি– মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আবদুল্লাহ আল আহসান, কবি আবদুল হাই শিকদার, ড. এম আবদুল আজিজ, আহমদ হোসেন মানিক, ফাহমিদ-উর-রহমান, ড. মনিরুজ্জামান প্রমুখ। এ ছাড়া লেখাগুলো বই হয়ে উঠতে শাহজাদী ইলহামের অনুপ্রেরণা ছিল অসামান্য। যেসব রাজনীতিক, চিন্তাবিদ ও কবি ইকবালের চিন্তা ও দর্শন নিয়ে বয়ান দিয়েছেন তাদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি, মওলানা মওদূদী, এমরান খান, রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, আবুল হাসান আলী নদভী, আলী শরীয়তী, মুহম্মদ আসাদ, গোলাম মোস্তফা, তারিক রামাদান, এবনে গোলাম সামাদ ও সৈয়দ আলী আহসান অন্যতম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আল্লাহর– যিনি এই কাজটি করতে আমাকে উপযুক্ত মনে করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. Allama Iqbal, *The Secrets of the Self*, Translation: Reynold A. Nicholson

২. Dr. Allama Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*

৩. S H Muhammad Ashraf, *Iqbal as a Thinker by Eminent Scholars*

৪. Rajmohon Gandi, *Understanding Muslim Mind*

৫. S A Vahid, *Iqbal: His Art and Thought*

৬. Mulk Raj Anand, *The Golden Breath*

৭. ডক্টর আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, *মহাকবি ইকবাল*

৮. *মুহাম্মদ ইকবাল বাঙালির মন ও মানসে*, সংকলন ও সম্পাদনা : আবদুল কাদের জিলানী

৯. *আল্লামা ইকবাল চিন্তা ও দর্শন*, সংকলন ও সম্পাদনা : আবদুল কাদের জিলানী

আবদুল কাদের জিলানী

ইকবাল গবেষক

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া

সূচি

ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলাম ও পাশ্চাত্য ১৭
– *এবনে গোলাম সামাদ*

আধুনিকতা ও ইকবাল ২১
– *সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় এমএ*

আত্ম-পুনর্গঠন এবং আত্ম-সংস্কারের অভিব্যক্তি ২৮
– *আলী শরিয়তী (অনুবাদ : লুৎফুর রহমান ভূঁইয়া)*

আল্লামা ইকবালের চিন্তা ও দর্শন : সাক্ষাৎকার ৩৬
– *তারিক রামাদান (অনুবাদ : লুৎফুর রহমান ভূঁইয়া)*

কাহিনীর কাহিনী ৪০
– *মুহাম্মদ আসাদ*

ইকবালের জীবনদর্শন ৪১
– *গোলাম মোস্তফা*

এশিয়া মহাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : ইকবাল ৫০
– *জওহরলাল নেহরু*

মহাকবি ইকবাল : ইসলামী পুনর্জাগরণের দার্শনিক কবি ৫৫
– *সাইয়েদ আলী খামেনি (অনুবাদ : মোনায়েম বিন মুজিব)*

এক বোতল শহীদি রক্ত ৭৭
– রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান (*অনুবাদ : আবদুল কাদের জিলানী)*

ইকবালের কাঙ্খিত সে যুবক ৭৯
– *এমরান খান (অনুবাদ : ওমর ফারুক বিশ্বাস)*

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠপদ্ধতি : ইকবালের নির্দেশনা ৮১
– *মওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (অনুবাদ : খালিদ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ)*

ইকবাল এবং তাঁর শিল্পের সাথে আমার সম্পর্ক* ৮৫
– *সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (অনুবাদ : কাজী একরাম)*

সভ্যতা, আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ : ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি কি এখনও প্রাসঙ্গিক ৯৩
– *আবদুল্লাহ আল আহসান (অনুবাদ : খালিদ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ)*

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল : মুসলিম যুবকদের এক অনুপ্রেরণার নাম ১১৬
– *যাওহার সিদ্দিকী (অনুবাদ : ডক্টর আতিকুর রহমান মোজাহিদ)*

বাংলার মুসলিম নবজাগরণে আল্লামা ইকবালের অবদান ১২৪
– *মোহাম্মদ আবদুল মান্নান*

ইতিহাস-দর্শন-ইকবাল ১৩৪
– *অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ*

ইকবাল প্রসঙ্গ ১৪৮
– ফররুখ আহমদ

ইকবাল ও নিটশে ১৫৬
– *আবদুল মওদুদ*

দান্তে ও ইকবাল ১৬৯
– *অধ্যাপক আলেসান্দ্রে বওসানী*

ইকবালের চোখে শিল্পসাহিত্য ১৭৪
– *আবুল হাসান আলী নদভী (অনুবাদ : মওলবি আশরাফ)*

ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি ১৭৭
– *খাজা গোলামুস সাইয়েদাইন (অনুবাদ : সৈয়দ আবদুল মান্নান)*

আসরারে খুদী ১৮৫
– *সৈয়দ আবদুল মান্নান*

কবি মুহাম্মদ ইকবাল; তাঁর রূমুয-ই বেখুদী ১৯৪
– *সৈয়দ আলী আহসান*

শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া ২০১
– *সর্দার খুশবন্ত সিং*

যরবে কলীম ২১১
– *আবদুল মান্নান তালিব*

জাভিদনামার কথা ২১৭
– *সঞ্জয় ঘোষ*

আল্লামা ইকবালের 'শিকওয়া' ও 'জওয়াব-ই-শিকওয়া' ২২২
–*ওবায়দুল্লাহ মনসুর*

ইকবাল দর্শনে ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ ২৩১
– *আবদুর রহমান রনী*

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল ২৪৯
– *আবদুল কাদের জিলানী*

ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলাম ও পাশ্চাত্য

এবনে গোলাম সামাদ

কবি ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। তার ইসলাম সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনায় পড়েছে এর প্রভাব। ইকবাল ইসলামের যে ভাষ্য প্রদান করেছেন, সম্ভবত তার সমকালীন আর কোনো মুসলিম চিন্তাবিদ তা দেয়ার চেষ্টা করেননি। ইকবাল ইসলামের দার্শনিক বিশ্লেষণ দিতে যেয়ে কুরআন শরিফের একটি বিশেষ অধ্যায়ের কিছু উক্তির ওপর দিয়েছেন গুরুত্ব যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মর্ত্যে তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে। আর তাকে প্রদান করেছেন বিচারবুদ্ধি যা সে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম (কুরআন, ২:৩০-৩২)। ইকবালের আগে কুরআন শরিফের এই বিশেষ বক্তব্যের ওপর আর কোনো ইসলামি চিন্তাবিদ এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইকবাল মানুষকে দেখতে চেয়েছেন সচেতন শক্তি হিসেবে। মানুষ উদ্দেশ্য অভিসারী প্রাণী। মানুষ ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে তার জীবনকে গড়তে চায়। সে কেবলই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে চায় না নিজেকে। ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো মানবসমাজ যখন বিশেষভাবে ভাগ্যবাদী হয়ে উঠেছে, তখন তা হয়ে পড়েছে নিষ্ক্রিয়। তার নিষ্ক্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে তার বেঁচে থাকার সমস্যাকে। ইকবাল বলেছেন মানুষকে নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে। মানুষ তাই সেভাবে নিজেকে গড়ে নিতে পারে। ইকবালের নিজের ভাষায়–

খুদি কো কর বুলন্দ ইতনা কি হর তকদির সে পহেলে
খুদা বন্দা সে খুদ পুছে বাতা তেরি রজা কেয়া হ্যায়?

অর্থাৎ, নিজেকে এতটা আত্মবিশ্বাসী ও শক্তিমান করে তোলো যে, বিধাতা তোমাকে তোমার ভাগ্যলিপি রচনা করার আগে জিজ্ঞাসা করেন, বলো কী তোমার অভিপ্রায়?

ইকবাল আস্থাশীল ছিলেন সজীব ইসলামে। তিনি মনে করতেন, নতুন নতুন সমস্যা আসতেই পারে। আর মুসলমানদের সেসব সমস্যার সমাধান করতে হবে ভাবনাচিন্তা করে। এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে তাদের সজীব সত্তা, তাদের প্রাণশক্তি। মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যাবে না। তা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলিম মিল্লাত, যেটা হতে দেয়া যায় না।

ইকবালের মতে, কুরআন শরিফে মানুষের জ্ঞানের তিনটি উৎসের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো : মানুষের অন্তর্গূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি জগৎ এবং ইতিহাস। ইকবালের মতে, যাকে বলা হয় ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ, সে সময় মুসলমান দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝতে চেয়েছেন বিশ্ব প্রকৃতিকে। বুঝতে চেয়েছেন মানুষের ইতিহাসকে। এই দুই চেষ্টার মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যায় ইসলামি সংস্কৃতি বা সভ্যতার চালিকাশক্তিকে। মুসলমান দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ সময় দিয়েছেন খোলা মনের পরিচয়। ইসলামি সভ্যতায় তাই যুক্ত হতে পেরেছে নানা সভ্যতার উপাদান।

ইকবাল মনে করতেন, বর্তমানে মানুষের দার্শনিক চিন্তার পটভূমি রচনা করে চলেছে বিজ্ঞান। দর্শনকে হতে হবে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞানকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দার্শনিকদের আসতে হবে দার্শনিক সিদ্ধান্তে; বিজ্ঞানের জ্ঞানকে অবজ্ঞা করে নয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগৎকে দেখেন খণ্ডিত করে। দার্শনিকের কাজ এই খণ্ডিত জ্ঞানকে সমন্বিত করে উপলব্ধি করা– কী রকম বিশ্বে আমাদের বাস, আর কীভাবে চেষ্টা করা উচিত আমাদের বেঁচে থাকতে। ইকবালের মতে, আইনস্টাইনের গবেষণা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষকে প্রদান করেছে চিন্তার নতুন উপকরণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের করতে হবে তাদের ধর্মের নতুন মূল্যায়ন। প্রয়োজনে করতে হবে ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতির পুনর্গঠন। এটা করতে যেয়ে যদি পূর্বসূরিদের সাথে উত্তরসূরিদের মতের অমিল হয়, তবে সেজন্য থাকতে হবে প্রস্তুত।

ইকবালের মতে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি আর ইসলামি সংস্কৃতি সাংঘর্ষিক নয়। কারণ ইউরোপীয় সংস্কৃতি ইসলামি সংস্কৃতির কতগুলো দিকের পরিণতি মাত্র। মুসলিম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মনে যেসব সমস্যা একসময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, পরে সেসব বিষয়েই ইউরোপে হয়েছে আরো বিস্তৃতভাবে চিন্তাভাবনা। এর ফলে ইউরোপে ঘটতে পেরেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রকর্ষ। ইকবাল এসব কথা আলোচনা করেছেন ইংরেজিতে লেখা তার *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* নামক বইয়ে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। ইকবাল তার রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বোঝাতে চেয়েছেন, যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মর্ত্যের খলিফা হিসেবে; তাই মর্ত্যে মানুষ সার্বভৌম। আর তাই মানুষের আছে রাষ্ট্রিক বিষয়ে আইন তৈরি করার, সংশধোন করার ও স্থগিত করার অধিকার। কোনো আইনই শাশ্বত নয়। মানুষ আইনের স্রষ্টা।

ইকবাল ইসলামের ইজমার ধারণার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইজমা শব্দটির উদ্ভব হয়েছে আরবি 'জাম' শব্দ থেকে। জাম শব্দের অর্থ একত্রে জমা করা। আর ইজমা বলতে বোঝায় সংগ্রহ বা একত্রে সমাবেশ। সাধারণ অর্থে ইজমা